দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 MAR 1987 ... ...
পৃষ্ঠা... .. ...।..কলাম ।. ... ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক হবে প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

তিনি গতকাল ঢাকার মগবাজারে বৃটিশ "সেভ দি চিলড্রেন তহবিলের" শিশুপুষ্টি ইউনিটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উৎসবে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বর্তমান শতাব্দীর শেষ নাগাদ শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার সরকার ঘোষিত নীতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আগামী তিন বছরে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। খবর বাসস'র।

প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেন যে, মারাত্মক রোগ থেকে দু'বছরের কম বয়সী শিশুদের মুক্ত রাখার প্রাথমিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। সরকারের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ১৯৯০ সাল নাগাদ শতকরা ৮৫ ভাগ শিশুকে প্রাথমিক রোগমুক্তি কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে।

শিশু মৃত্যুর হার কমানো এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য-যত্ন সম্পর্কিত ব্যবস্থাবলীর কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, এই কার্যক্রমের ফলে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১১২তে নেমে এসেছে।

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

প্রেসিডেন্ট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নতুন শিশুপুষ্টি ইউনিট প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানিয়ে প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেন যে, কল্যাণমুখী তৎপরতায় নিয়োজিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কর্মসূচী পল্লী অঞ্চলে প্রসারিত করবে যাতে অধিক থেকে অধিকতরো লোক এই কর্মসূচীতে উপকৃত হতে পারে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, ট্রাইভেন্ট ক্ষেপণাস্ত্রবাহী একটি পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন সাবমেরিন নির্মাণে যে খরচ পড়ে তাতে উন্নয়নগামী দেশের এক কোটি ৬০ লাখ শিশুর পড়াশোনার খরচ চলে।

তিনি বলেন, আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন, "আমরা কি আত্মহননের পথে এগিয়ে চলবো, না আমাদের বংশধরের জন্য একটা শান্তিপূর্ণ, সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করবো?"

প্রেসিডেন্ট শিশুদের উদ্দেশে নিবেদিত তাঁর নিজের লেখা একটা কবিতার মাধ্যমে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাহউদ্দীন কাদের চোধুরী, স্বাস্থ্য সচিব মনজুরুল করিম এবং কূটনীতিকবৃন্দ।